বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন
সাম্প্রতিক উদ্যোগমালা

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন
সাম্প্রতিক উদ্যোগমালা

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা

এস. এম. রবিউল হাসান
মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনা কমিটি

মোঃ আরিফুজ্জামান যুগ্ম-পরিচালক	**ফিরোজ মাহমুদ ইসলাম** উপ-পরিচালক
মোহাম্মদ আমিনুর রহমান চৌধুরী যুগ্ম-পরিচালক	**জেবুন্‌নেছা করিমা** উপ-পরিচালক
মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান যুগ্ম-পরিচালক	**মোঃ নাজিম উদ্দীন** উপ-পরিচালক
মিলটন বিশ্বাস সহকারী পরিচালক	

গভর্নরের বাণী

ব্যাংকিং খাতের সুস্থতা, সচ্ছলতা ও সার্বিক স্থিতিশীলতা সংরক্ষণের পাশাপাশি আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিবিড় নজরদারি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার সবচেয়ে বড় কারণ আর্থিক খাতে যথাযথ তদারকি ব্যবস্থার অভাব। তাই সার্বক্ষণিক নজরদারি জোরদারকরণে অন-সাইট সুপারভিশনের পাশাপাশি অফ-সাইট সুপারভিশনের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে গ্রাহক সেবায় বৈচিত্র্য, আর্থিক বাজারের অস্থিতিশীলতা, ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ব্যাংকগুলোকে অধিক ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যাংকিং খাতে সুপারভিশন কার্যক্রম উন্নত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক আগে থেকেই আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতিনীতিগুলোকে দেশীয় প্রেক্ষাপট উপযোগী করে সেগুলো গ্রহণ ও অনুসরণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের নজরদারিতে কৌশলগত পরিবর্তনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে; ঝুঁকিকে মুখ্য বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক অবস্থার উপর নিরন্তর তদারকি শুরু করেছে। ডেস্কে অফ-সাইট এবং মাঠে অন-সাইট উভয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নজরদারিকে আরো তীক্ষ্ণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। এরই অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজারদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সুপারভিশনকে আরো শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয়ভাবে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে টাউন হল সভা করা হয়েছে। আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কঠোর নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে। সুপারভিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ঋণ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি ইত্যাদি ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকির গভীরতা নির্ণয় ও ঝুঁকি প্রশমনের জন্য কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন এবং তা সুনিপুণভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনগুলো যাতে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং ব্যাসেলের মূলনীতিগুলো যেন পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

অফ-সাইট তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন' নিয়োজিত রয়েছে। সুপারভিশনে কৌশলগত পরিবর্তন বাস্তবায়নে সাম্প্রতিক সময়ে এ বিভাগ অনেক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে অফ-সাইট সুপারভিশনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। জনস্বার্থে এসব উদ্যোগ সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যেই এ প্রকাশনা। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ এ প্রতিবেদনটিতে সংকলিত হয়েছে।

আমি আশা করছি, ব্যাংকিং খাতের জন্য এ বিভাগ এ ধরনের যুগোপযোগী নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে। প্রতিবেদনটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আতিউর রহমান

(আতিউর রহমান)
গভর্নর

ডেপুটি গভর্নরের বাণী

উন্নত, উদীয়মান, উন্নয়নশীল সকল অর্থনীতিতেই ব্যাংকের ঝুঁকিসমূহ পর্যবেক্ষণ, ব্যাংক বিপর্যয় ও তার প্রভাব থেকে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অফ-সাইট সুপারভিশন ঝুঁকিভিত্তিক সুপারভিশন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত। এর মৌলিক কাজ হচ্ছে ব্যাংকিং খাতের পদ্ধতিগত ঝুঁকি প্রতিরোধ করা। বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, চলমান বিশ্ব আর্থিক মন্দা, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভরতা ইত্যাদি কারণে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকির মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে; যেমন - ঋণ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি, মানি-লন্ডারিং, জাল-জালিয়াতি ঝুঁকি ইত্যাদি। এ সকল ঝুঁকি সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রণকারীদের তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করার লক্ষ্যে প্রবুদ্ধ করেছে। আর এ কারণেই সুপারভিশন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। এ লক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বিগত বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক মানের অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার ইতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়। এ সকল উদ্যোগ নিয়েই রচিত হয়েছে এ প্রতিবেদনটি। আমি আশা করছি, প্রতি বছরেই এ বিভাগ **অফ-সাইট সুপারভিশন রিপোর্ট** প্রকাশ করবে। প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার শুভ কামনা রইলো।

(আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান)
ডেপুটি গভর্নর

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

ব্যাংকিং অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি খাত। ব্যাংক কোম্পানী কাজ করে জনগণের বিশ্বাসকে পুঁজি করে, ব্যবসা করে জনগণেরই অর্থে। বিশ্বের সকল অর্থনীতিতেই ব্যাংক আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এবং কার্যকর পরিশোধ ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই আধুনিক আর্থিক খাতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্যাংকিং সুপারভিশন। আর সুপারভিশনের ক্ষেত্রে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অফ-সাইট সুপারভিশনের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ অফ-সাইট সুপারভিশনে ব্যাংক প্রেরিত বিবরণীসমূহের ওপর ভিত্তি করে ক্যামেলস্ রেটিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর আর্থিক সামর্থ্য নির্ণয়ের পাশাপাশি সমস্যাক্রান্ত ও নিবিড় তদারকির প্রয়োজন এরূপ ব্যাংক চিহ্নিত করা হয় এবং ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সূচকের অবনমন ও উন্নতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা রক্ষায় এ বিভাগটি বেশ কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, পরিবর্তন এনেছে সুপারভিশন পদ্ধতিতে। নতুন গৃহীত উদ্যোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই স্থান পেয়েছে প্রতিবেদনটিতে। প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই ধন্যবাদ। এ প্রতিবেদন যেন প্রতিবছরই বের হয় সে প্রত্যাশা করছি।

(মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী)
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	১
নীতিগত সংস্কারের আওতায় ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক প্রণীত ও অনুসৃত সুপারভিশন কৌশল	২
ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণ	২
তারল্য ব্যবস্থাপনায় জোর নজরদারি	২
ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী নিয়মিত পর্যালোচনা	৩
Marking to market ভিত্তিক পুনঃমূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন	৩
ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	৪
পুঁজিবাজার বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন	৪
ইসলামী আন্ত:ব্যাংক ফান্ড মার্কেট	৫
জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রবর্তন	৫
স্ট্রেস টেস্টিং ব্যবস্থা ও গাইডলাইন প্রবর্তন	৬
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় অনুসৃত সুপারভিশন কৌশল	৬
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন	৬
বৃহদাংক ঋণ মনিটরিং সফ্‌ট্‌ওয়্যার প্রবর্তন	৭
ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিস্ট কাঠামো প্রবর্তন	৮
কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	৯
সচেতনতামূলক কর্মসূচি	৯
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন	৯
সুপারভিশন সংক্রান্ত টাউন হল সভা	১০
এক্সিকিউটিভ রিট্রিটে সুপারভিশন কাঠামো জোরদারকরণের ওপর গুরুত্বারোপ	১৩
মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন	১৪
বাংলাদেশের সমগ্র ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের Financial Soundness Indicators (FSIs) নির্ণয়করণ ও আইএমএফ ওয়েবসাইটে আপলোডকরণের উদ্যোগ গ্রহণ	১৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগ হতে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় প্রতিষ্ঠিত সুপারভিশন কৌশলসমূহ	১৬
মূলধন সংরক্ষণ পর্যবেক্ষণ	১৬
এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) চালুকরণ	১৬
ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সফ্‌ট্‌ওয়্যার চালুকরণ	১৭
অন-সাইট এবং অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়	১৭
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পর্ষদ কমিটি গঠন	১৭
বিগত পাঁচ বছরে গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলাফল	১৮
একনজরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত	২০

ভূমিকা

আর্থিক খাতের সক্ষমতা, সচ্ছলতা, সার্বিক স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর ৭এ(এফ) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৪৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংক কোম্পানীগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো - ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা এবং ব্যাংকিং প্রবিধি ও বিধানগুলোর পরিপালন নিশ্চিতকরণ; ব্যাংকগুলোর আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে তাদের দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ; ব্যাংকগুলোর আর্থিক সক্ষমতা ও পরিচালন দক্ষতা মূল্যায়নের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালক পর্ষদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। মূলতঃ দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর একটি হলো অন-সাইট সুপারভিশন বা সরেজমিন তত্ত্বাবধান এবং অপরটি হচ্ছে অফ-সাইট বা বিবরণীভিত্তিক তত্ত্বাবধান। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এর তত্ত্বাবধানে অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত সর্বোত্তম নীতিমালার আলোকে সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সুপারভিশন পদ্ধতিতে কৌশলগত পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে বেশকিছু নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত ও আইনগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার অধিকাংশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন মূলতঃ দু'ধরনের সুপারভিশন টুলস্ বা হাতিয়ার ব্যবহার করে। প্রথম ধরনের টুলস্গুলো হচ্ছে এ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত সর্বোত্তম নীতিমালার আলোকে আত্মীকৃত এবং দ্বিতীয় ধরনের টুলস্ বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগ হতে বিভিন্ন নীতিমালার আওতায় প্রতিষ্ঠিত।

নীতিগত সংস্কারের আওতায় ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক প্রণীত ও অনুসৃত সুপারভিশন কৌশল

১) ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণ

অফ-সাইট সুপারভিশনের অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোর CAMELS Rating নির্ণয় করা হয়ে থাকে - রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারী, বৈদেশিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর জন্য ষান্মাসিক ভিত্তিতে। এ রেটিং দিয়েই ব্যাংকের সার্বিক আর্থিক অবস্থা পরিমাপ করা হয়। CAMELS Rating নির্ণয় প্রক্রিয়ায় ব্যাংকগুলোর সার্বিক আর্থিক সূচক, Core Risks, Overall Risk Management, অন-সাইট পরিদর্শনে প্রাপ্ত অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংক্রান্ত তথ্যাদি, অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিভিন্ন খাতে যেমনঃ কৃষি, এসএমই, নারী উদ্যোক্তা, পরিবেশবান্ধব প্রকল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থায়ন, সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিপালনে ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ, স্বীকৃত বিল পরিশোধ বিষয়ে অনুসৃত নীতি/পদ্ধতি ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের সঙ্গে যুগোপযোগী করা এবং ব্যাংকের সুস্থতা আরো নির্ভুলভাবে নির্ণয়ের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী ক্যামেলস রেটিং গাইডলাইনটি বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক রিভিউ করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত গাইডলাইনটি ডিসেম্বর, ২০১৩ ভিত্তিক CAMELS Rating নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে।

সংশোধিত গাইডলাইনটিতে Ratio বা Indicator এর ক্ষেত্রে যেমন বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে, তেমনি প্রশ্নমালাও (Questionnaire) নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত ব্যাসেল-৩ নীতিমালাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং এর কতিপয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে ব্যাংকের Best Quality Capital এর ওপর গুরুত্বারোপ করাসহ মূলধনের তুলনায় ব্যাংকের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ও ব্যালেন্সশীট বহির্ভূত দফার (Items) পরিমাণ, মোট মূলধনের তুলনায় বৃহদাংক ঋণের (Large Exposure) পরিমাণ ইত্যাদি হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্পদের গুণগতমানের জন্য শ্রেণীকৃত ঋণের হার, প্রভিশনিং পরিস্থিতি এর পাশাপাশি সার্বিকভাবে ব্যাংকের Loan Portfolio competitive কিনা তা যাচাই করার জন্য HHI (Herfindahl-Hirschman Index) প্রবর্তন করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণও হিসাবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে Core Risk Assessment, Risk Management Performance Rating, SME and Agriculture Financing Performance এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। উপার্জন ক্ষমতা বিবেচনায় বর্তমানে ব্যবহৃত ROA, ROE এবং NIM এর পাশাপাশি আয়ের গুণগত মান, মোট সম্পদের মধ্যে সুদ উপার্জনকারী সম্পদ, মোট সম্পদের তুলনায় Core income পরিস্থিতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারল্য বা Liquidity পরিমাপে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তারল্য পর্যাপ্ততার দুটি নতুন অনুপাত - Liquidity Coverage Ratio এবং Net Stable Funding Ratio অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া Deposit Volatility, Small Deposit, Large Deposit, Short term liabilities এর তুলনায় Liquid assets এর পরিমাণ বিবেচনা করা হয়েছে; বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতার (Sensitivity to Market Risk) জন্য Post shock core income, পুঁজি বাজারে শেয়ার মূল্য পতনের ফলে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত প্রভিশন ও পরিচালন মুনাফার অনুপাত ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

২) তারল্য ব্যবস্থাপনায় জোর নজরদারি

ব্যাংকের তারল্য সংকট দেখা দিলে বাজারে সুনাম নষ্ট হয়। তখন বাজার হতে বেশি মূল্যে তারল্য সংগ্রহ করতে হয়। ফলে লাভের পরিমাণ কমে আসে, গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হয়। তারল্যের গতিধারা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা ব্যাংকগুলোর নিজ নিজ দায়িত্ব হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় নজরদারি জোরদার করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ

ক) তফসিলি ব্যাংকগুলোর Structural Liquidity Profile (SLP)

২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে বাজারে অস্বাভাবিক তারল্য সংকোচনজনিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলোর Structural Liquidity Profile (SLP) প্রস্তুত সংক্রান্ত একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্কুলার মার্চ, ২০১১ তে ইস্যু করা হয়। উক্ত SLP অনুসরণের

ফলে ব্যাংকগুলোর Asset Liability Management এ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তাই, অন্যান্য উপাদানের সাথে যুক্তভাবে ব্যাংকগুলোর বর্তমান তারল্য পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খ) ব্যাসেল-৩ লিক্যুইডিটি রেশিও বাস্তবায়ন

ব্যাসেল-৩ এর আলোকে আরো দু'টি নতুন তারল্য পর্যাপ্ততা পরিমাপের রেশিও (লিক্যুইডিটি কভারেজ রেশিও ও নীট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতোমধ্যে কাস্টোমাইজড করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

৩) ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী নিয়মিত পর্যালোচনা

ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থা নিয়িমতভাবে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন দু'ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে -

ক) ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট প্রবর্তন

ব্যাংকগুলোর সার্বিক অবস্থা ও ডিসক্লোজার আবশ্যকতা পর্যবেক্ষণে নিয়মিত ডায়াগনস্টিক রিভিউ প্রতিবেদন (DRR) পস্তুত করা হচ্ছে। এটি ব্যাংকগুলোর নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করে তৈরি করা হয়। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিবেদনে উল্লিখিত দুর্বলতা/অনিয়মাদির গভীরতা বিবেচনায় নিয়ে দূরবর্তী সতর্ক সঙ্কেত হিসেবে ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থার মানোন্নয়নে সহায়তা করা। সম্প্রতি DRR এর জন্য একটি নতুন Format প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে সম্পদ-দায় এবং লাভ-ক্ষতি হিসাব সন্নিবেশসহ trend analysis করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যাংকের তহবিলের উৎস, ব্যবহার, বিভাজন অনুযায়ী হ্রাস/বৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে; CAMELS Rating এর আলোকে মুখ্য আর্থিক নির্দেশকগুলো (যেমনঃ Capital Adequacy, Asset Quality, Earnings, Liquidity) সারণী আকারে ধারাবাহিকভাবে সাজানোর ফলে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সহজেই অবহিত হওয়া সম্ভব হবে। ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সংযোজন করার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স বাস্তবায়ন অবস্থা এবং পৃথক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। ব্যাংকগুলোর নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে সংরক্ষিত তাদের গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মগুলো DRR এ সন্নিবেশ করা হয়। নতুন আঙ্গিকের DRR ব্যাংকের আর্থিক সুস্থতা কার্যকরভাবে নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

খ) কুইক রিভিউ রিপোর্ট প্রবর্তন

ব্যাংকের ঝুঁকি বিশেষ করে মূলধন, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য, ঝুঁকি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকি দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাংকগুলোর কুইক রিভিউ রিপোর্ট (QRR) তৈরি করা হয়। QRR এ পূর্ববর্তী কয়েক ত্রৈমাসিকের উল্লেখযোগ্য তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। এর ফলে একটি ব্যাংক সম্পর্কে সহজে ও দ্রুত জানা এবং গুরুতর কোনো ঝুঁকি পরিলক্ষিত হলে তা হ্রাসকরণে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে; ব্যাংকের আর্থিক নির্দেশকগুলোর অস্বাভাবিক পরিবর্তন ও এর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অবহিত থাকেন।

৪) Marking to market ভিত্তিক পুনঃমূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন

ক) ব্যাংকের ধারণকৃত ট্রেজারি বিল ও বন্ডের Marking to market ভিত্তিক পুনঃমূল্যায়ন

তফসিলি ব্যাংকগুলো তাদের ধারণকৃত সরকারি সিকিউরিটিজগুলো সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ (SLR) হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ (SLR) হিসাবায়নের বিষয়টি এ ডিপার্টমেন্ট হতে নিবিড়ভাবে

তদারকি করা হয়ে থাকে। সরকারি সিকিউরিটিজের ইস্যু পরবর্তী ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম চালু তথা একটি কার্যকর secondary market চালুর উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে তফসিলি ব্যাংকগুলোর ধারণকৃত সিকিউরিটিজের মূল্যায়ন সম্পর্কিত নীতিমালা জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে উক্ত সরকারি সিকিউরিটিজগুলো marking to market ভিত্তিক হিসাবায়নসহ তাদের accounting treatment সম্পর্কে বিশদ নীতিমালা জারি করা হয়।

খ) REPO সংক্রান্ত Uniform হিসাবরীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক নিজেদের মধ্যে বা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সরকারী সিকিউরিটিজের REPO সংক্রান্ত লেনদেনে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষে ২০১০ সালে এ ডিপার্টমেন্ট হতে একটি নীতিমালা জারি করা হয়। উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে ব্যাংকগুলোর REPO সংক্রান্ত কার্যক্রমে ঝুঁকি হ্রাস এবং সমতা বিধান নিশ্চিত হয়েছে।

৫) ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকগুলোর সার্বিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে নজরদারি অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

ক) গাইডলাইন্স প্রণয়ন

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি বিশ্বমানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পরিবেশ সৃষ্টি, ঝুঁকি মোকাবেলায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে ২০১২ সালে এ বিষয়ে বিশদ গাইডলাইন্স জারী করা হয়েছে। এ গাইডলাইন্সে ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিপালন ঝুঁকি, সুনাম হানির ঝুঁকি ইত্যাদি নির্ণয়ের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামো, ঝুঁকি সহন ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ, রিপোর্টিং পদ্ধতি ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্প্রতি ২০১৩ সালে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর সংশোধনীর আওতায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতিটি ব্যাংকে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করেছে। এছাড়া, ২০০৩ সালে প্রণীত ছয়টি মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) Risk Management Paper (RMP) প্রবর্তন

ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজকে ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমতা আনয়ন, ব্যাংকে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি ব্যাংকে বিদ্যমান ঝুঁকি নির্ণয় ও তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অভিপ্রায়ে RMP ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে RMP দাখিল করছে।

গ) ঝুঁকি মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন

ব্যাংকে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ সঠিকভাবে পরিমাপকরণের প্রয়াসে ব্যাংকগুলোর Risk Rating ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকের রিস্ক রেটিং নির্ণয়ের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে প্রথমবারের মতো ২০১৩ সালের জানুয়ারী-মার্চ প্রান্তিকে ব্যাংকগুলোর রিস্ক রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে। আলোচ্য পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলোর ঋণ, বাজার, তারল্য ইত্যাদি ঝুঁকিসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিপালন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাংকের প্রকৃত অবস্থা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, নতুন প্রণীত CAMELS Rating গাইডলাইন্সে ম্যানেজমেন্ট রেটিং নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপের লক্ষে বর্ধিত হারে weight প্রদান করা হয়েছে।

৬) পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন

২০১০-১১ সালে পুঁজি বাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের সময়ে তফসিলি ব্যাংকগুলোর জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুত

এবং বাস্তবায়ন করা হয়, যা তফসিলি ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজার কার্যক্রমে উদ্ভূত ক্ষতি হতে রক্ষা করে। পরবর্তী সময়ে ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজার কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যাংক কোম্পানী আইনের বিধান অধিকতর যুগোপযোগী করার লক্ষে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর পুঁজিবাজার বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোমধ্যে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত) এর আলোকে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত নীতিমালার আলোকে ব্যাংকগুলোর পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে।

৭) ইসলামী আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেট

বাংলাদেশে কার্যরত সকল ইসলামী শরীয়াহ্‌ভিত্তিক তফসিলি ব্যাংক কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার তফসিলি ব্যাংক কোম্পানীর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর সুসংহত করার লক্ষে এ ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে Islami Interbank Fund Market (IIMF) চালু করা হয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলো তাদের বিনিয়োগ উদ্বৃত্ত তহবিল ইসলামী বন্ড ফান্ডের (IBF) নিকট দৈনিক ভিত্তিতে হস্তান্তর করতে পারে; প্রতিদিনের হিসেবে মোট প্রাপ্ত তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর অর্জিত মুনাফা তহবিল সরবরাহকারীদের মধ্যে আনুপাতিক হারে সাময়িকভাবে বন্টন করা হয়ে থাকে। সাময়িকভাবে বন্টিত মুনাফা হিসাব বছর শেষে ঘোষিত চূড়ান্ত মুনাফার হার হিসাবে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

শরীয়াহ্‌ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে Profit Sharing Ratio (PSR) অনুসারে ফান্ড সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল ইসলামী শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকিং এর জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে সর্বমহলে বিবেচিত হয়েছে।

''ইসলামী ইন্টারব্যাংক ফান্ড মার্কেট''- এ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান-এর নিকট তহবিলে অর্থ প্রদান করছেন শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকের একজন সিইও

৮) জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রবর্তন

বৈশ্বিক মন্দাউত্তর পরিস্থিতিতে ঋণ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি, মানি-লন্ডারিং ইত্যাদি ঝুঁকিসহ জাল-জালিয়াতি/প্রতারণা ঝুঁকি ব্যাংকিং খাত তথা আর্থিক খাতের জন্য একটি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত আর্থিক জাল-জালিয়াতির মুখ্য কারণগুলোর মধ্যে ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষাজনিত দুর্বলতা অন্যতম। ব্যাংকে সংঘটিত জাল-জালিয়াতি, অনভিপ্রেত ঘটনা রোধকল্পে নিবিড় তদারকির লক্ষ্যে "Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls" প্রতিবেদন প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত

প্রতিবেদনটি ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষরে এবং অডিট কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলের জন্য ৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠাতে একটি ছকও যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সাধারণ ব্যাংকিং পরিচালনা, ঋণ ও অগ্রিম এবং তথ্য-প্রযুক্তির ওপর ৫০টির বেশি নির্ণায়ক রয়েছে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীর জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং জালিয়াতি ও প্রতারণামূলক তৎপরতার প্রবণতা প্রতিরোধে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার ওপর দাখিলকৃত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যালোচনাপূর্বক দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে এবং তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ে নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন পরিচালনা করা হচ্ছে। এর ফলে পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনার যৌথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, ব্যাংকগুলো তাদের দূর্বলতা চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছে এবং জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আরো বেশি সক্রিয় হয়েছে।

৯) স্ট্রেস টেস্টিং ব্যবস্থা ও গাইডলাইন্স প্রবর্তন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঝুঁকি বহন ক্ষমতা যাচাই করার জন্যে স্ট্রেস টেস্টিং (stress testing) কৌশল প্রবর্তন করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ঝুঁকি সহনক্ষমতা পরিমাপের জন্য বর্তমানে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্টিং এর মাধ্যমে ঋণ, বাজার ও তারল্য ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে, যা ব্যাংকগুলোকে আগাম সতর্কতা হিসেবে ঝুঁকি প্রশমনের জন্যে প্রয়োজনীয় ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করছে। ব্যাংকগুলোও ধীরে ধীরে এর ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিষয়ে মনোযোগী হচ্ছে। স্ট্রেস টেস্টিং বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন্সটি বর্তমানে নবগঠিত ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক অনুসৃত হচ্ছে এবং উক্ত ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়টি তদারকি করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় অনুসৃত সুপারভিশন কৌশল

১) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন

মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশী ব্যাংকগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা জোরদারকরণ, জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধ, বিশ্ব মন্দা অবস্থায় ব্যাংকগুলোর সার্বিক আর্থিক অবস্থা সমুন্নত রাখা, ভবিষ্যত সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের ফলে উদ্ভূত ক্ষতি মোকাবেলার জন্য অভিঘাত শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ব্যাংকগুলোর জন্য অনুসরণীয় মোট ০৫টি কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্স - Asset Liability Management, Credit Risk Management, Anti Money Laundering, Foreign Exchange Risk, Internal Control and Compliance - ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ২০০৭ সালে Information Communication and Technology নামে আরও একটি কোর রিস্ক গাইডলাইন্স ইস্যু করা হয়। এছাড়া, ঋণ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে Credit Risk Grading Manual এবং ২০০৮ সালে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে Risk Based Capital Adequacy গাইডলাইন্স ইস্যু করা হয়। কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি ইত্যাদি ঝুঁকি সনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ ও তা হ্রাসকরণ এবং আগাম সতর্কীকরণের অংশ হিসেবে ২০১০ সালে ব্যাংকগুলোতে পৃথক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট/ডিভিশন/ডিপার্টমেন্ট গঠন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। গঠিত ইউনিট/ডিভিশন ব্যাংকিং ঝুঁকি বিশ্লেষণে দক্ষ Chief Risk Officer (ন্যূনতম ডিএমডি পর্যায়ের) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো ব্যাংকের নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত থেকে যে কোনো ধরনের ঝুঁকি/সংকট মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ এবং প্রাত্যহিকভাবে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে তা অবহিত রাখছে। ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাজ তদারকির লক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্টে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তদারকি শাখা খোলা হয়েছে। ব্যাংকগুলো তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এ শাখায় দাখিল করছে এবং এ শাখা প্রতিটি ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতঃ ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করছে।

২) বৃহদাংক ঋণ মনিটরিং সফ্টওয়্যার প্রবর্তন

বৃহদাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নততর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং ঋণের কেন্দ্রিভূতকরণ রোধকল্পে এ বিভাগ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি হালনাগাদ সিআইবি প্রতিবেদন পর্যালোচনা, ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং (সিআরজি) প্রতিবেদন ও গ্রাহকের তথ্য সংরক্ষণ, প্রয়োজনে সময় সময় তা পর্যালোচনার নিমিত্তে এবং একই সাথে সমগ্র ব্যাংকিং খাতের গতি-প্রকৃতি নিরূপণে বৃহদাংক ঋণ মনিটরিং সফ্ট্ওয়্যার চালু করা হয়। এ সফট্ওয়্যার থেকে বিভিন্ন প্রকার রিপোর্ট প্রস্তুতপূর্বক পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ''Large Loan Software'' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের "ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)" এর মাধ্যমে Large Loan Monitoring Software এর সাথে লিংক স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর ফলে বৃহদাংক ঋণ গ্রহীতার সিআইবি রিপোর্ট পর্যালোচনার বিষয়টি আরো গতিশীল হবে বলে আশা করা যায় ।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ''Large Loan Software'' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মহাব্যবস্থাপক এস.এম.রবিউল হাসান

৩) ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিস্ট কাঠামো প্রবর্তন

ব্যাংকসমূহকে আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাংকগুলো সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সুপারভাইজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিষ্ট (বিএসএস) কাঠামো চালু করা হয়েছে। এ কাঠামোতে ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিষ্ট হলেন উপ-মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের। প্রস্তাবনা ছিল - দশ (১০) জন বিএসএস এর প্রত্যেকের অধীনে ১টি করে শাখা হিসেবে ১০টি বিএসএস শাখা থাকবে, বিএসএসগণকে সহায়তা করার লক্ষে প্রতিটি ব্যাংকের জন্য একজন যুগ্ম-পরিচালক পর্যায়ের জুনিয়র ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিষ্ট থাকবেন এবং প্রতিটি বিএসএস শাখায় ৪/৫ জন উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক থাকবেন।

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের পূর্বের কাঠামোতে প্রত্যেক কর্মকর্তাই প্রত্যেক ব্যাংকের জন্য দায়িত্বশীল ছিলেন। একটি ব্যাংকের জন্য কোনো বিশদ ডাটাবেজ ছিল না, সংশোধনমূলক পদক্ষেপসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা হতো। বিএসএস ব্যবস্থায় ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিষ্ট তাঁর ওপর ন্যস্ত ব্যাংকসমূহের আগাম সতর্কবার্তা প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণকালে পরিলক্ষিত অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি গোচরীভূত হলে তিনি তা অনতিবিলম্বে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ফরম্যাট অনুযায়ী তাঁর আওতাধীন ব্যাংকসমূহের সামগ্রিক অবস্থা, কর্মদক্ষতা, নানাবিধ ঝুঁকি পরিস্থিতি, কর্পোরেট গভর্নেন্স কাঠামো ইত্যাদি তথ্য সংরক্ষণ করবেন। ব্যাংকগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগ থেকে সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ ও তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও নিয়মানুযায়ী সভার আয়োজন করবেন। জুনিয়র ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিষ্ট তাঁর ওপর ন্যস্ত ব্যাংকসমূহের ট্রেজারি কর্মকান্ড, মূলধন পর্যাপ্ততা, ঋণ-আমানত হার, ঋণ প্রবৃদ্ধি, অফ ব্যালেন্সশীট এক্সপোজার্স, কলমানি বরোয়িং ও তারল্য পরিস্থিতি ইত্যাদি সংবেদনশীল আর্থিক নির্দেশকসমূহ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কোনো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলে অনতিবিলম্বে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন। নিয়মিত কিউআরআর, ডিআরআর প্রস্তুত করবেন; পর্ষদ/নিরীক্ষা কমিটি/এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করবেন।

এ পর্যন্ত পরীক্ষামূলকভাবে ছয় (০৬) টি বিএসএস কার্যক্রম শুরু করেছে। এতে প্রতিটি শাখায় একজন বিএসএস এর অধীনে ২ জন জুনিয়র ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিষ্ট এবং ২/৩ জন উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক কাজ করছেন। ৫৬টি ব্যাংক ০৬ (ছয়) জন বিএসএস-এর মধ্যে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছেঃ

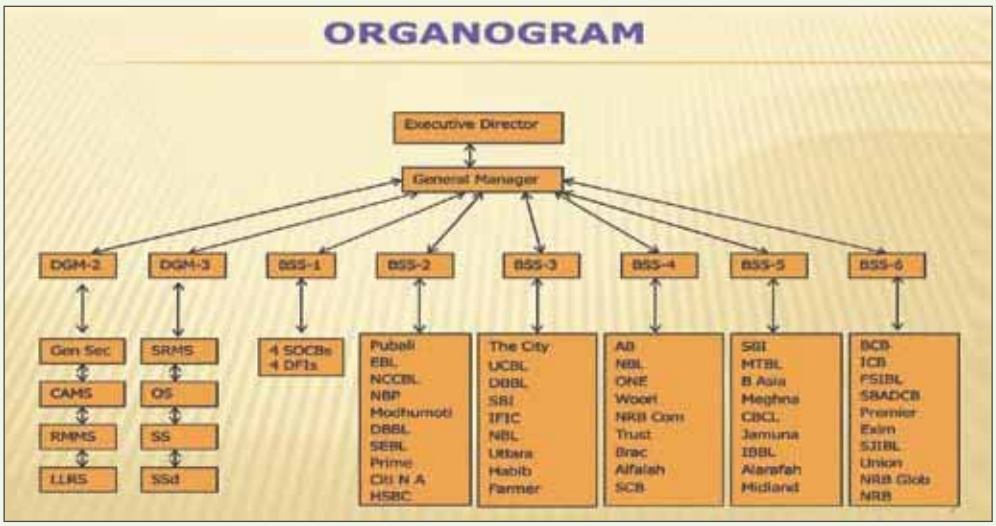

৪) কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দের ব্যাংকিং শৃঙ্খলা ভঙ্গের নানা ঘটনা সংরক্ষণ এবং পরবর্তীতে এই সংরক্ষিত তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ওয়েবভিত্তিক কর্পোরেট মেমোরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দেশে বিরাজমান আর্থিক পরিস্থিতিতে ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও পরিচালকবৃন্দের কিছু অনিয়মকে চিহ্নিত করে ইতোমধ্যেই এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা শুরু হয়েছে।

সচেতনতামূলক কর্মসূচি

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন

ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান, ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত RMP গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান প্রধান প্রধান ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে ৫টি দিনব্যাপী Workshop সফলভাবে আয়োজন করা হয়।

১৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখে 'Risk Management Workshop' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান

'Risk Management Workshop' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী এবং মহাব্যবস্থাপক এস.এম.রবিউল হাসান

সুপারভিশন সংক্রান্ত টাউন হল সভা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিবিধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত পদ্ধতিগত ও পরিচালন ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন (corporate governance) ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (internal control) প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালীকরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ব্যবসায়িক ঝুঁকি নির্ণয়, মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্বারোপের জন্য সুপারভিশন সংক্রান্ত টাউন হল সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশনের বিষয়গুলোকে আরো সমন্বিত করতে মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজারদের কাছ থেকে বাস্তবতা জানতে এবং তার আলোকে সুপারভিশন কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করে সুপারভিশনের একটি নতুন কাঠামো তৈরি করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ বিভাগের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকায় জাতীয়ভাবে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কয়েকটি টাউন হল সভা করা হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, ঢাকায় আয়োজিত
প্রথম টাউন হল সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, ঢাকায় আয়োজিত
প্রথম টাউন হল সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবুল কাসেম

প্রায় সবগুলো ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায়; জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সব গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঢাকাতেই নেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাংক ব্যবস্থাসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা বড় অংশ ঢাকার বাইরে বিস্তৃত। তাই ঢাকার বাইরের গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং শাখা পর্যায়ে ব্যাংকগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও সেবার মান উন্নয়নে সুপারভিশন কার্যক্রমের ভূমিকা রয়েছে। এজন্য শাখা অফিসগুলোর প্রতি বাড়তি নজর দেয়া হচ্ছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ করে, কৃষি, এসএমই, নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষে স্থাপিত গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রমে শাখা অফিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ বিবেচনায় গত দু'বছরে ঢাকার বাইরে বেশ কয়েকটি টাউন হল সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১৮ মার্চ ২০১২ তারিখে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক টাউন হল সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী, সুপারভাইজরি এডভাইজার গ্লেন টাস্‌কি ও চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এডভাইজার আল্লাহ্ মালিক কাজেমি

এসব সভায় মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজারদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ব্যাংক শাখাগুলোর ঋণগ্রহীতাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কিনা, ব্যাংকগুলো গ্রাহকের সঙ্গে গড়ে ওঠা প্রকৃত সম্পৃক্ততা আড়াল করছে কিনা, অপেক্ষাকৃতভাবে কম লেনদেন হওয়া শাখায় প্রধান কার্যালয়ের মনোযোগের অভাব রয়েছে কিনা বা এ সকল শাখার সঙ্গে প্রধান কার্যালয়ের ভৌগোলিক দূরত্ব কতটুকু, ঢাকার নির্বাহী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শাখা ব্যবস্থাপনার তুলনামূলক কম সম্মুখ সভা হচ্ছে কিনা, অন্য কোনো কারণে এসব শাখায় বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ জালিয়াতির সম্ভাবনা রয়েছে কিনা, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং নিজস্ব প্রজ্ঞা ব্যবহার করে এসব অনিয়ম যাচাই করার জন্য সুপারভাইজারদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে বরিশালে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক টাউন হল সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী

আলোচ্য টাউন হল সভাগুলোতে ব্যাংকিং সুপারভিশন এডভাইজার গ্লেন টাস্‌কি সুপারভিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিষয়ক তাঁর presentation তুলে ধরেন। তাছাড়া, টাউন হল সভাগুলোতে আলোচনার মাধ্যমে যে সমস্ত প্রাথমিক ধারণা উন্মোচিত হয়েছে, তা ভবিষ্যতে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে উপযুক্ত নীতিমালা ও গাইডলাইন্‌স প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১১ নভেম্বর ২০১২ তারিখে খুলনায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক টাউন হল সভা

টাউন হল সভাসমূহ

সভার তারিখ	সভার স্থান	আওতাধীন অফিস	মূল বিষয়বস্তু
১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১	ঢাকা	প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	**'ব্যাংকিং খাতের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং তদারকির ভঙ্গি।'** (Contemporary Challenges in the Banking Sector and Supervisory Stance).
১৮ মার্চ ২০১২	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ও সিলেট	শাখা পর্যায়ে ব্যাংকিং উৎকর্ষতা সাধন ও সততা (Promoting Banking Excellence and Integrity at the Branch Level)
১২ এপ্রিল ২০১২	বরিশাল	বরিশাল	সুপারভিশন সংক্রান্ত মুক্ত আলোচনা।
১৫ জুলাই ২০১২	রাজশাহী	রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর	**'অধিকতর শক্তিশালী শাখা মানেই অধিকতর শক্তিশালী ব্যাংক; শাখা পর্যায়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই ত্বরান্বিত হয় ব্যাংকের মুনাফা।'** (Stronger Branches, Stronger Banks: Controlling Risks and Enhancing Returns at the Branch Level)
১১ নভেম্বর ২০১২	খুলনা	খুলনা ও বরিশাল	**'আর্থিক সততাঃ শাখা পর্যায়ে পরিচালনা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং গুরুতর ক্ষতি পরিহার।'** (Financial Integrity: Managing Operational Risks and Avoiding Serious Losses at the Branch Level)

এক্সিকিউটিভ রিট্রিটে সুপারভিশন কাঠামো জোরদারকরণের ওপর গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে এক্সিকিউটিভ রিট্রিট-২০১৩ আয়োজন করা হয় ৫-৬ জুলাই ২০১৩ তারিখে। এবারের রিট্রিটের মূল ফোকাস ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কাঠামো শক্তিশালীকরণ। এই রিট্রিটের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন 'Banking Supervision: Emergining Challenges and Evolving Tools' বিষয়ে একটি সেশন পরিচালনা করেন। এবিবি'র চেয়ারম্যান মোঃ নূরুল আমিন, সোনালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং সুপারভিশন এ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্‌কি এতে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত অনিয়ম এবং আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ওপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও কেইস স্টাডি উপস্থাপিত হয়।

মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন

আর্থিক খাত তদারকির কার্যকারিতা তীক্ষ্ণতর করার বিষয়ে মহাব্যবস্থাপকগণ ও উর্ধ্বতন নির্বাহীবর্গের সমন্বয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের সুপারিশমালার আলোকে পরিদর্শন ও সুপারভিশন বিভাগগুলোর কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ চারটি দলে বিভক্ত হয়ে জাল-জালিয়াতি সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিদর্শন ও মূল্যায়ন; অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও আর্থিক বিবরণীগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর প্রতারণা/জালিয়াতি/বিধি-ব্যবস্থার গুরুতর লঙ্ঘনমূলক কার্যকলাপ সনাক্ত করার সম্ভাব্যতা নিরূপণ; পরিদর্শিত ব্যাংক শাখা/কার্যালয়ের প্রধান প্রধান দুর্বলতা/অনিয়ম চিহ্নিত করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন

২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত 'মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০১২' এর প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

দলগুলোর পারদর্শিতা বাড়ানোর সম্ভাব্য কলাকৌশল এবং বৈদেশিক মুদ্রায় বিধিবহির্ভূত ডিলিং ও মূলধন পাচারের কার্যকলাপ চিহ্নিত করা ও প্রতিবিধানে পরিদর্শন দলগুলোর তৎপরতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর কলাকৌশলের ওপর আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। পরবর্তীতে দলগুলো আবার একসঙ্গে প্লেনারিতে মিলিত হয়ে নিজ নিজ সুপারিশমালা উপস্থাপন করে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) এর সৌজন্যে পাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের দু'জন সুপারভিশন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে আলোচনা সেশনগুলো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দিন শেষে সমাপনী পর্বে উর্ধ্বতন নির্বাহীদের অভিজ্ঞতার আলোকে অবিলম্বে ও দীর্ঘতর মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ পাওয়া যায়, যার ভিত্তিতে বিদ্যমান সুপারভিশনকে আরো উন্নত ও কার্যকর করার কাজ চলছে। ব্যাংকের কর্মকান্ডের যে দিকে ঝুঁকি বেশি সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে শাখা পর্যায়ে বিশেষ পরিদর্শনের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। অফ-সাইটে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে সম্ভাব্য দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতেও সরেজমিনে শাখাগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত 'মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০১২'
এর প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা

বাংলাদেশের সমগ্র ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেমের Financial Soundness Indicators (FSIs) নির্ণয়করণ ও আইএমএফ ওয়েবসাইটে আপলোডকরণের উদ্যোগ গ্রহণ

বিনিয়োগকারী, বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দেশ, সংস্থা ও তাদের অংগ সংগঠনগুলো কর্তৃক বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের সুবিধার্থে ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ) এর সদস্য দেশগুলোকে তাদের সামগ্রিক আর্থিক খাতের Financial Soundness Indicators (FSIs) নির্ণয়পূর্বক আইএমএফ ওয়েবসাইটে আপলোড করার পরামর্শ দিয়ে আসছে। আর্থিক খাত বলতে তফসিলি ও অ-তফসিলি ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাইক্রো-ফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশনস্, ইন্সুরেন্স কোম্পানী, সমবায় ব্যাংক, অন্যান্য ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানী, অন্যান্য নন-ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানী ইত্যাদি বুঝায়। ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৮৮টি সদস্য দেশ তাদের FSIs একীভূত করে আইএমএফ নির্ধারিত ওয়েবসাইটে আপলোড করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অদ্যাবধি এ কাজে সমর্থ হয়নি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে তথা বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন আইএমএফ এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের আর্থিক খাতের FSIগুলো একীভূত করে আইএমএফ নির্ধারিত ওয়েবসাইটে আপলোড করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এতদ্বিষয়ে আইএমএফ এর কারিগরি সহায়তা বিষয়ক টিম বাংলাদেশ ব্যাংকের কতিপয় কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রারম্ভিকভাবে সকল তফসিলি ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২০১৩ সালের তথ্যাদি একীভূত করে FSIগুলো নির্ণয়পূর্বক আইএমএফ এর নির্ধারিত ওয়েবসাইটে আপলোড করতে সক্ষম হবে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মাইক্রোক্রেডিট ইন্সটিটিউশনস্, ইন্সুরেন্স কোম্পানী, অ-তফসিলি ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, অন্যান্য অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এখন হতে আইএমএফ কর্তৃক ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত আর্থিক সূচক সম্বলিত বইয়ে বাংলাদেশের তথ্যাদি সন্নিবেশিত হবে যার মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে বলে আশা করা যায়। সর্বোপরি বাংলাদেশ আইএমএফ এর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কম্প্লায়েন্ট দেশ হিসেবে গণ্য হবে।

আইএমএফ এর কারিগরি সহায়তা বিষয়ক টিম বাংলাদেশের আর্থিক খাতের FSIগুলো একীভূত করে আইএমএফ এর নির্ধারিত ওয়েবসাইটে আপলোড করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগ হতে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত সংস্কারের আওতায় প্রতিষ্ঠিত সুপারভিশন কৌশলসমূহ

মূলধন সংরক্ষণ পর্যবেক্ষণ

মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকের আর্থিক সুস্থতা ও স্থিতিশীলতার নির্দেশক এবং ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতির অভিঘাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষার হাতিয়ার। এটি প্রধান আর্থিক ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সহায়ক। ২০১০ সাল থেকে ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাসেল-২ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার হার ঝুঁকিভারিত সম্পদের অন্যূন শতকরা ১০ ভাগ নির্ধারণ করেছে।

বিশ্বমন্দাউত্তর আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে সৃষ্ট উদ্বেগের ফলে মূলধন পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সংশোধন ও পরিবর্তন করে বিভিন্ন দেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশেও ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের জন্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একটি পথ-নক্শা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হচ্ছে। আর সে রোডম্যাপ অনুযায়ী সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখা হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাসেল-২ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে প্রথম থেকেই সম্পৃক্ত। ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CAR) মনিটরিং এর জন্য এ ডিপার্টমেন্টের একটি শাখা কাজ করছে। ব্যাসেল-৩ এর তারল্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত (LCR এবং NSFR) নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে এ ডিপার্টমেন্টের অপর একটি শাখা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) চালুকরণ

দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং খাত সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতে আধুনিকায়ন ও অটোমেশন খুবই জরুরী। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ অটোমেশনের ক্ষেত্রে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার হিসেবে একটি ডাটা ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর

আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটা সেন্টার চালু রয়েছে। বর্তমানে সকল প্রকার সামষ্টিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতের যাবতীয় তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে এখানে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন এ্যানালিটিক্যাল টুল ব্যবহারপূর্বক ডাটা এ্যানালাইসিস, ডাটা মাইনিং ও ডাটা মডেলিং করে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ ফোরকাস্টিং, টাইম সিরিজ এ্যানালাইসিস ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। এই তথ্য ভান্ডার থেকে ব্যবহারকারীগণ তাদের প্রয়োজনানুসারে তথ্য-উপাত্ত অনলাইনে অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করতে পারেন। ইডিডব্লিউ এর অধীনে বিভাগীয় পর্যায়ে একটি ড্যাশবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সার-সংক্ষেপ প্রদর্শন করা হয় এবং এটি এমনভাবে সাজানো যাতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের আর্থিক অবস্থার একটি প্রকৃত চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়। অত্যাধুনিক এই ডাটা ওয়্যারহাউজ সফটওয়্যার ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি, মুদ্রাব্যবস্থাপনা, ব্যাংক সুপারভিশন ইত্যাদি বহু ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যার ফলে নীতি নির্ধারণী কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন সাফল্যজনকভাবে কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডারে যুক্ত হওয়ার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সফ্‌ট্‌ওয়্যার চালুকরণ

ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম অনলাইন রিপোর্টিং নির্ভর একটি সুপারভিশন সফ্‌ট্‌ওয়্যার, যার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি শাখাভিত্তিক কার্যক্রমকেও নিয়মিত ভিত্তিতে অন-লাইন রিপোর্টিং এর আওতায় আনা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি তাদের প্রতিটি শাখার মাসিক দায়-সম্পদ, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান, ঋণ কার্যক্রমের গতিবিধি, বৈদেশিক ব্যবসার পরিস্থিতি, নগদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির প্রকৃত অবস্থা নিয়মিতভাবে দেখা সম্ভব হচ্ছে। এ সিস্টেম প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয় ও শাখাভিত্তিক কার্যক্রমের উপর পর্যবেক্ষণ সময়সীমা মাত্র ১ (এক) মাসে নামিয়ে আনা হয়েছে, যা পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অন-সাইট ও অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমকে নিবিড় ও জোরদার করবে বলে আশা করা যায়।

অন-সাইট এবং অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়

বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন থেকে ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রেরিত বিবরণীসমূহ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত গুরুতর অনিয়মের তথ্য সরেজমিনে যাচাই করার জন্য নিয়মিত ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া সুপারভিশন সংক্রান্ত কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য Intrigrated Supervision System চালু করা হয়েছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পর্ষদ কমিটি গঠন

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ও সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন এবং এ সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঋণ ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি, মানি লন্ডারিং ঝুঁকি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঝুঁকি, পরিচালন ঝুঁকি, সুদ ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পরিমাপপূর্বক ঝুঁকি হ্রাসের পন্থা/পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা ও ঝুঁকির বিপরীতে প্রয়োজনীয় মূলধন ও প্রভিশন সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি তা পরিবীক্ষণ করবে। ব্যাংকের কোম্পানী সচিব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সচিব হবেন।

বিগত পাঁচ বছরে গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলাফল

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন কর্তৃক গৃহীত পূর্বোল্লিখিত ব্যবস্থাদির ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশন লক্ষ অর্জনে অনেকটাই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারির কারণে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ডিসেম্বর ২০০৮ এ ব্যাংকগুলো কর্তৃক সংরক্ষিত মোট মূলধন ছিল ২০,৫৭৮ কোটি টাকা; গত প্রায় পাঁচ বছরের ব্যবধানে (ডিসেম্বর ২০১৩) ৪৪,৬১২.৭৯ কোটি টাকা মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫,১৯০.৭৯ কোটি টাকায়। মূলধনের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ২১৭ শতাংশ। ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটা বড় অংশ মূলধনে স্থানান্তর এবং নতুন মূলধন যোগানের ফলে এটি ঘটেছে। ফলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরো শক্তিশালী হয়েছে। মূলধন পর্যাপ্ততার দিক থেকে অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এখন শক্ত অবস্থানে রয়েছে। ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততার হার ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণের আবশ্যকতার বিপরীতে জুন ২০১২ প্রান্তিকে ছিল ১১.৩১ শতাংশ এবং সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০১৩ এ তা ১১.৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের হার ডিসেম্বর ২০০৮ এ ছিল ১০.৭৯ শতাংশ; জুন ২০১২-তে তা কমে দাঁড়ায় ৭.১৭ শতাংশে। তবে ২০১২ সালের শেষ দিকে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ায় শ্রেণীকৃত ঋণের হার বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে সেপ্টেম্বর ২০১৩ প্রান্তিকেও শ্রেণীকৃত ঋণের হার ছিল ১২.৭৯ শতাংশ। কিন্তু ২০১৩ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় কিছুটা পরিবর্তন আনায় এবং ব্যাংক কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে শ্রেণীকৃত ঋণের হার হ্রাস পায়, যা ডিসেম্বর ২০১৩ এ দাঁড়িয়েছে ৮.৯৩ শতাংশে। এতে ব্যাংকগুলোর রক্ষিতব্য প্রভিশনের পরিমাণ কমে মুনাফা স্ফীত হয়, যা মূলধন পর্যাপ্ততার হার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পদ্ধতিগত ঝুঁকি পূর্বানুমান করতে স্ট্রেস টেস্টিং কৌশল প্রবর্তন ও শক্তিশালীকরণের প্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলো ঝুঁকি সহনীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মূলধন ও প্রভিশন সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়েছে। ভবিষ্যৎ ঝুঁকি নিরূপণ সংক্রান্ত স্ট্রেস টেস্টিং এ ব্যাংকগুলোর অবস্থান পাওয়া গেছে আশ্বস্তকর (Moderate level of resilience)। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে তারল্য ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে; 'কল মানি মার্কেট রেট' সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। ব্যাংকগুলো পৃথক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সার্বিক ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষরে এবং অডিট কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে "Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls" নামক Assessment Sheet প্রস্তুত করা হয় বিধায় ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ জোরদার হয়েছে; জাল-জালিয়াতি পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। নিয়মিত 'ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট প্রস্তুত হচ্ছে বিধায় বার্ষিক প্রতিবেদনে ডিসক্লোজার অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক স্বচ্ছ ও পর্যাপ্ত হয়েছে। 'কুইক রিভিউ রিপোর্ট' প্রস্তুতের ফলে দ্রুততম সময়ে ব্যাংকগুলোর মুখ্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বেশ কিছু ব্যাংকের সীমাতিরিক্ত Advance-Deposit Ratio নির্ধারিত সীমায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং ADR এখন সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) বাস্তবায়নের ফলে পেপারলেস ব্যাংকিং বা গ্রীন ব্যাংকিং এর দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকী জোরদারকরণের ফলে ব্যাংকগুলির আন্তঃশাখা লেনদেন এর অসমন্বিত ডেবিট এন্ট্রির সংখ্যা এবং ডেবিট এন্ট্রির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। ব্যাংকগুলোর ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের (পরিচালনা পর্ষদ থেকে শাখা পর্যায় পর্যন্ত) সুস্পষ্ট দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসম্পন্ন কর্পোরেট সুশাসন জোরদার করায় এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা অনেকটাই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। পৃথক সফ্‌ট্‌ওয়্যার প্রবর্তন করার ফলে ব্যাংকওয়ারী ও সার্বিকভাবে ব্যাংকগুলোর বৃহদাংক ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ, এর বিপরীতে শ্রেণীকৃত ঋণের অবস্থা, খাতভিত্তিক কেন্দ্রীভূতকরণ ইত্যাদি তথ্যাদি সহজেই সিস্টেম থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বৃহদাংক ঋণের সফ্‌ট্‌ওয়্যার এর ব্যাপক ভিত্তিক প্রয়োগ এবং সবল মনিটরিং ব্যবস্থার কারণে অন্যান্য যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে বৃহদাংক ঋণগুলো নিবিড় তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হচ্ছে। বৃহদাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নততর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করায় বর্তমানে শ্রেণীকৃত ঋণের Industry Average শতকরা ১১.৯ ভাগ হলেও শ্রেণীকৃত বৃহদাংক ঋণের Industry Average শতকরা ৫.০৮ ভাগ। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতিমালা বাস্তবায়নে অব্যাহত তদারকির ফলে পুঁজিবাজারে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং এক্ষেত্রে

ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ইসলামী ইন্টারব্যাংক ফান্ড মার্কেট ইসলামী ব্যাংকগুলোর স্বল্পমেয়াদী তারল্য সংকট দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে; আবার পর্যাপ্ত তরল সম্পদ ধারণকারী ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা অর্জনেও ভূমিকা রাখছে। ব্যাংক কোম্পানী আইন সংশোধনের ফলে সুপারভিশন প্রক্রিয়ায় দৃঢ়তা আনয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন অনিয়মের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বিএসএস কাঠামো গঠনের ফলে একটি ব্যাংক সম্পর্কে একটি শাখা থেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণও সহজতর হতে যাচ্ছে।

যুগান্তকারী এ উদ্যোগসমূহের সফলতার কারণেই বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও ২০১০ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's এর স্বতন্ত্র মূল্যায়নে সন্তোষজনক সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating) অর্জন করে এবং এ মান যথাক্রমে BB- এবং Ba3। এটি দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা ও সামষ্টিক সুব্যবস্থার নির্দেশক। বিশ্বের অনেক ধনী দেশের ঋণমানে অবনমন ঘটলেও বাংলাদেশ ২০১১ ও ২০১২ সালেও প্রতিষ্ঠান দু'টির রেটিংয়ে এ ঋণমান ধরে রাখতে পেরেছে। স্টান্ডার্ড এন্ড পুওর'স এর ৩১ মে ২০১২ তারিখে প্রকাশিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনে দেখা যায়, তাদের রেটিং অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। রেটিং সংস্থা দু'টির প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির জোরালো সম্ভাবনাময় ধারা এবং এই প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থায়ন সহায়তায় দাতাগোষ্ঠির জোরালো অঙ্গিকার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ, ক্রমবর্ধমান আমদানি, রপ্তানি ও বিনিয়োগকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিবাচক গতিধারা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতের তত্ত্বাবধায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আর্থিক বাজারের রূপান্তরের সাথে পাল্লা দিয়ে এর রূপ বদলায়। অফ-সাইট সুপারভিশনের ক্ষেত্রে কথাটি আরো বেশি করে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়নের জন্যে একদিকে যেমন নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজন, অন্যদিকে উপযুক্ত বিশ্লেষকের কর্মদক্ষতারও প্রয়োজন। আর দরকার হয় আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির। এ সবের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফ-সাইট সুপারভিশনের মান উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। আশা করা যায়, অচিরেই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আরো ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে।

এক নজরে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত

ক্রমিক নং	বিষয়	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩
১	মোট ব্যাংক	৫৬
২	মোট ব্যাংক শাখা	৮৬৮৫
	ক. শহর	৩৭২৩
	খ. গ্রাম	৪৯৬২
৩	ব্যাংকে কর্মরত জনবল	১৬৮,৮৪৫
		কোটি টাকায়
৪	মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ	৫৬৫৯৬৮.৫১
৫	মোট মূলধন	৬৫১৯০.৭৯
৬	মোট ঋণ ও অগ্রীম	৪৫৪৪৩৫.২৬
৭	মোট শ্রেণীকৃত ঋণ	৪০৫৮৩.০১
৮	মূলধন পর্যাপ্ততার হার	১১.৫২%
৯	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	৮.৯৩%
১০	প্রভিশন সংরক্ষণের হার	৯৮.৯৮%
১১	সম্পদের উপর উপার্জনের হার (ROA)	০.৯০%
১২	ইক্যুইটির উপর উপার্জনের হার (ROE)	১০.৭৭%
১৩	তরল সম্পদ সংরক্ষণের হার (SLR)	৩৩.২১%

ব্যাংকের প্রকৃতিভেদে মূলধন ও ঝুঁকি ভারীত সম্পদের অনুপাত

ব্যাংকের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
এসসিবি	৪.১	-০.৪	১.১	৭.৯	৬.৯	৯.০	৮.৯	১১.৭	৮.১	১০.৮
বিশেষায়িত	৯.১	-৭.৫	-৬.৭	-৫.৫	-৫.৩	০.৪	-৭.৩	-৪.৫	-৭.৮	-৯.৭
বেসরকারি	১০.৩	৯.১	৯.৮	১০.৬	১১.৪	১২.১	১০.১	১১.৫	১১.৪	১২.৫
বিদেশী	২৪.২	২৬.০	২২.৭	২২.৭	২৪.০	২৮.১	১৫.৬	২১.০	২০.৬	২০.৩
মোট ঃ	**৮.৭**	**৫.৬**	**৬.৭**	**৯.৬**	**১০.১**	**১১.৬**	**৯.৩**	**১১.৪**	**১০.৫**	**১১.৫**

ব্যাংকের শ্রেণীভেদে নীট ঋণের বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অবস্থা

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
এসসিবি	১৩.২	১৪.৫	১২.৯	৫.৯	১.৯	১.৯	-০.৩৪	১২.৮২	১.৭২
বিশেষায়িত	২২.৬	২৩.৬	১৯.০	১৭.০	১৮.৩	১৬.০	১৬.৯৫	২০.৪০	১৯.৬৯
বেসরকারি	১.৮	১.৮	১.৪	০.৯	০.৫	০.০	০.২০	০.৯২	০.৬০
বিদেশী	-২.২	-২.৬	-১.৯	-২.০	-২.৩	-১.৭	-১.৮১	-০.৮৬	-০.৩৭
মোট ঃ	৭.২	৭.১	৫.১	২.৮	১.৭	১.৩	০.৭০	৪.৩৮	২.০১

প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন - সকল ব্যাংক

(বিলিয়ন টাকা)

সকল ব্যাংক	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২০৩.২	১৮৭.৩	১৭৫.১	২০০.১	২২৬.২	২২৪.৮	২২৪.৮	২২৭১	২২৬.৪	৪২৭.২৬	৪০৫.৮৩
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৯২.৫	৮৭.৮	৮৮.৩	১০৬.১	১২৭.২	১৩৬.১	১৩৪.৮	১৪৯.২	১৪৮.২	২৪২.৩৯	২৫২.৪২
সংরক্ষিত প্রভিশন	৩৭.৩	৩৫.৯	৪২.৬	৫২.৯	৯৭.১	১২৬.২	১৩৭.৯	১৪২.৩	১৫২.৭	১৮৯.৭৬	২৪৯.৮৪
উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	-৫৫.২	-৫১.৯	-৪৫.৭	-৫৩.২	-৩০.১	-৯.৯	৩.১	-৬.৯	৪.৬	-৫২.৬২	-২.৫৮
প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৪০.৩	৪০.৯	৪৮.২	৪৯.৯	৭৬.৩	৯২.৭	১০২.৩	৯৫.৪	১০৩.০	৭৮.৩৩	৯৮.৯৮

ব্যাংকের শ্রেণীভেদে ব্যয়-আয় অনুপাত

ব্যাংকের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
এসসিবি	১০২.৩	১০১.৯	১০০.০	১০০.০	৮৯.৬	৭৫.৬	৮০.৭	৬২.৭	৭৩.১৯	৮৪.০৭
বিশেষায়িত	১০৪.০	১০৩.৯	১০৩.৫	১০৭.৭	১০৩.৭	১১২.১	৮৭.৮	৮৮.৬	৯১.২৪	৯৪.৮৩
বেসরকারি	৮৭.১	৮৯.৩	৯০.২	৮৮.৮	৮৮.৪	৭২.৬	৬৭.৬	৭১.৭	৭৬.০৪	৭৭.৯০
বিদেশী	৭৬.৩	৭০.৮	৭১.১	৭২.৯	৭৫.৮	৫৯.০	৬৪.৭	৪৭.৩	৪৯.৫৫	৫০.৪০
মোট ঃ	**৯০.৯**	**৯২.১**	**৯১.৪**	**৯০.৪**	**৮৭.৯**	**৭২.৬**	**৭০.৮**	**৬৮.৬**	**৭৩.৯৯**	**৭৭.৮১**

প্রভিশন পর্যাপ্ততা হারের তুলনামূলক চিত্র

(বিলিয়ন টাকা)

বছর	আইটেম	এসসিবি	বিশেষায়িত	বেসরকারি	বিদেশী
২০০৯	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৬৬.০	১৭.৫	৪৬.৫	৪.৬
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৭৯.৫	৮.৯	৪৩.৬	৫.৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১২০.৫	৫০.৯	৯৩.৮	১২৮.৩
২০১০	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৭০.৬৪	১৯.০৭	৫৩.৩১	৬.১৯
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৬৯.৮৭	১৩.২৯	৫১.৭৮	৭.৩৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৯৮.৯	৬৯.৭	৯৭.১	১১৯.৪
২০১১	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	৬০.৮	২১.৭	৫৮.৩	৭.৪
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৬৯.০	১৩.৯	৬১.২	৮.৫
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১১৩.৪৯	৬৪.০৬	১০৪.৯৭	১১৪.৮৬
২০১২	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১১৯.২২	২৯.৮২	৮৪.৪৩	৮.৯১
	সংরক্ষিত প্রভিশন	৮১.৮৯	১৩.৬৪	৮৪.৯৩	৯.২৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	৬৮.৬৯	৪৫.৭৪	১০০.৬০	১০৪.২৬
২০১৩	প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১০৭.৭৯	৩৮.২৫	৯৪.৭৯	১১.৫৯
	সংরক্ষিত প্রভিশন	১২২.৩৩	১৭.৪১	৯৭.৮০	১২.২৯
	প্রভিশন সংরক্ষণের হার (%)	১১৩.৪৯	৪৫.৫২	১০৩.১৮	১০৬.০৪

ব্যাংকের শ্রেণীভেদে মুনাফা অর্জনের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	সম্পদের আয় হার (ROA)											ইক্যুইটির আয় হার (ROE)										
	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
এসসিবি	০.১	-০.১	-০.১	০.০	০.০	০.৭	১.০	১.১	১.৩	-০.৫৬	০.৫৯	৩.০	-৫.৩	-৬.৯	০.০	০.০	২২.৫	২৬.২	১৮.৪	১৯.৭	-১১.৮৭	৮.৭১
বিশেষায়িত	০.০	-০.২	-০.১	-০.২	-০.৩	-০.৬	০.৪	০.২	০.১	০.০৬	-০.৪০	-০.৬	-২.১	-২.০	-২.০	-৩.৪	-৬.৯	-১৭১.৭	-৩.২	-০.৯	-১.০৬	-৩৫.০১
বেসরকারি	০.৭	১.২	১.১	১.১	১.৩	১.৪	১.৬	২.১	১.৬	০.৯২	০.৯৫	১১.৪	১৯.৫	১৮.১	১৫.২	১৬.৭	১৬.৪	২১.০	২০.৯	১৫.৭	১০.১৭	১০.৭০
বিদেশী	২.৬	৩.২	৩.১	২.২	৩.১	২.৯	৩.২	২.৯	৩.২	৩.২৭	২.৯৮	২০.৪	২২.৫	১৮.৪	২১.৫	২০.৪	১৭.৮	২২.৪	১৭.০	১৬.৬	১৭.২৯	১৭.৬৪
মোট ঃ	**০.৫**	**০.৭**	**০.৬**	**০.৮**	**০.৯**	**১.২**	**১.৪**	**১.৮**	**১.৫**	**০.৬৪**	**০.৯০**	**৯.৮**	**১৩.০**	**১২.৪**	**১৪.১**	**১৩.৮**	**১৫.৬**	**২১.৭**	**২১.০**	**১৭.০**	৮.২০	১০.৭৭

ব্যাংকের শ্রেণীভেদে তারল্যের হার

(শতকরা)

ব্যাংকের ধরন	তরল সম্পদ											অতিরিক্ত তারল্য										
	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
এসসিবি	২৪.৪	২২.৮	২০.০	২০.১	২৪.৯	৩২.৯	২৫.১	২৭.২	৩১.৩০	২৯.২৩	৪৪.২৭	৮.৪	৬.৮	২.০	২.১	৬.৯	১৪.৯	১৭.৬	৮.২	১২.৩০	১০.২৪	২৫.২৯
বিশেষায়িত	১২.০	১১.২	১১.২	১১.৯	১৪.২	১৩.৭	৯.৬	২১.৩	৬.৯১	১১.৫১	১৫.২৭	৫.৮	৪.৭	৬.২	৩.৮	৫.৬	৪.৯	৭.১	২.৩	১.৩৪	১.৪৪	৪.১৯
বেসরকারি	২৪.৪	২৩.১	২১.০	২১.৪	২২.২	২০.৭	১৮.২	২১.৫	২৩.৪৫	২৬.২৯	২৭.৯৫	৯.৮	৮.৮	৫.১	৫.৬	৬.৪	৪.৭	৫.৩	৪.৬	৬.৫৭	৯.৪৯	১১.১৮
বিদেশী	৩৭.৮	৩৭.৮	৪১.৫	৩৪.৪	২৯.২	৩১.৩	৩১.৮	৩২.১	৩৪.১৩	৩৭.৪৭	৪৬.১৫	২১.৯	২১.৯	২৩.৬	১৬.৪	১১.২	১৩.৩	২১.৮	১৩.২	১৫.২৮	১৮.৬৮	২৭.৩৫
মোট ঃ	২৪.৭	২৩.৪	২১.৭	২১.৫	২৩.২	২৪.৮	২০.৬	২৩.০	২৫.৪১	২৭.০৫	৩২.৫৪	৯.৯	৮.৭	৫.৩	৫.১	৬.৯	৮.৪	৯.০	৬.০	৮.৩৯	৯.৮৮	১৫.৩৮